শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় মহিলা উদ্যোক্তা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
বিশেষ অতিথি, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য

তারিখ ঃ ২২/৬/২০১০
সময় ঃ সকাল ১০ঃ০০
স্থান ঃ উইন্টার গার্ডেন,
ঢাকা শেরাটন হোটেল ।

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আজকের এ দিনব্যাপী জাতীয় মহিলা উদ্যোক্তা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানীয় সভাপতি, প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ মিসেস সাগুফতা ইয়াসমীন এম.পি, সম্মানীয় মহিলা উদ্যোক্তাগণ এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

০২। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণেই টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবেই অপরিহার্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতিতে নারীর জন্যে সমান প্রবেশাধিকার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমেই দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনমানের উন্নয়ন এবং সমাজ ও পরিবারে বিরাজমান বৈষম্য দূর করে সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ, টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। আমাদের নারী সমাজের নিষ্ঠা, অভিনিবেশ, উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রম নিপুণতা আমাদের বিস্মিত করে। বিশেষ করে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম ও পোশাক শিল্পে নারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণ শিল্পায়নে প্রভূত ভূমিকা রাখছে। একইভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশে নারী উদ্যোক্তাগণকে এসএমই খাতে অধিকতর অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

০৩। তবে, এসএমই খাতে নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অনেকগুলো অসুবিধার কথা প্রায়শঃই বলা হয়। যেমন, অর্থায়নের সুযোগ কম থাকা, জামানতের অভাব, অধিক সুদ হার, প্রকৃত নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের সমস্যা, প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি। সম্প্রতি ঘোষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা রাখার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধি তথা মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজ শর্তে অধিকতর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% বরাদ্দকরণ, এ ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে ব্যাংক রেট+৫% অর্থাৎ ১০% সুদ হার প্রযোজ্য রাখা, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে নারী উদ্যোক্তাগণকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান, প্রকৃত নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিত করার জন্যে বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন মহিলা এন্টারপ্রেনার্স এসোসিয়েশন/মহিলা সমিতির সহায়তা গ্রহণ, প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে "Women Entrepreneurs' dedicated desk" স্থাপন, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, অর্থায়নকারী ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক তাদের নির্বাচিত শাখাগুলোতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন এবং নারী উদ্যোক্তাদের সাথে সেবা-বান্ধব আচরণ নিশ্চিতকরণের জন্যে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আপনাদের database নিশ্চয় রয়েছে। এ database টি পেলে আমরা ব্যাংকগুলোকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে বলতে পারি।

০৪। তথ্য বিশ্লেষণকালে পরিলক্ষিত হয় যে, এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, আইডিএ ফান্ড ও এডিবি ফান্ড হতে সুলভে অর্থাৎ পুনঃঅর্থায়ন স্কীমে এ পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তাগণকে ৬৬৮টি প্রকল্পে ৪৯.২৩ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে যা তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত ঋণের (১২০ কোটি টাকা) ৪২%।

অর্থাৎ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত তহবিলের সিংহভাগই অব্যবহৃত রয়ে গেছে । তাদের আরো বেশি অর্থ কি করে দেয়া যায় সে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিচার বিশ্লেষণ শুরু করেছে । এছাড়া, জানুয়ারি হতে মার্চ ২০১০ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো পুনঃঅর্থায়ন ব্যতীত ২৫৬৫ জন উদ্যোক্তাকে ৩১৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী ব্যাংকগুলো মহিলাদের জন্যে ১৩৩৪টি dedicated desk স্থাপন করেছে ।

০৫। এসএমই খাতে অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধির জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে cluster based approach গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে যা তাদের স্ব-স্ব খাতে ঋণের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিবিড় মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে । Cluster based approach দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং শহর ও গ্রামের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ।

ইতোমধ্যেই জামালপুর, সিলেট ও যশোরে handicrafts, নারায়নগঞ্জে (রূপগঞ্জ) জামদানী, পাবনা, রাজশাহী ও টাঙ্গাইলে design and fashion ware, কুমিল্লা, চাঁদপুর, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে Boutique/Embroidery/Nakshi, কুমিল্লাতে Khadi, সিলেট ও মৌলভীবাজারে মনিপুরী সম্প্রদায়ের handicrafts cluster- এ ঋণ প্রদানের জন্যে ব্যাংকগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করেছে । গত ১৯ জুন তারিখে আমি সিলেট ও মৌলভীবাজারে মণিপুর সম্প্রদায়ের handicrafts cluster-এ অর্থায়ন এবং বায়োগ্যাস ও সোলার প্যানেলে অর্থায়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম । এ দু'টি জেলায় ব্যাংকগুলো একত্রে প্রায় ১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে । বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মনিপুরী সম্প্রদায়ের হস্তশিল্পজাত পণ্যের প্রদর্শনের জন্যে ১৫টি শো-রুম এর ব্যবস্থা করেছে । সম্প্রতি আমি জামালপুরে ১০৪ জন মহিলা উদ্যোক্তাদের মাঝে handicrafts cluster -এ ঋণ বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম । চলতি বছরে এই cluster-এ ন্যাশনাল ব্যাংক আরো ২০০ জন মহিলা উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করবে । এ ব্যাংকটি জামালপুরের মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্যের বিপণনের জন্যে ঢাকাতে এক বছরের জন্যে বিনা ভাড়ায় একটি শো-রুম এর ব্যবস্থা করেছে। সাম্প্রতিককালে ব্যাংকগুলো এ ধরনের যে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ।

০৬। এ সমস্ত cluster -এর উন্নয়নের জন্যে উদ্যোক্তাদের দক্ষতার উন্নয়ন, পণ্যের মানোন্নয়ন এবং প্রোডাক্ট মার্কেটিং বা বিপণনে সহায়তা করার বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমি আশা করি আজকের এ জাতীয় মহিলা উদ্যোক্তা সম্মেলনে এ সমস্ত বিষয়াদি আলোচিত হবে এবং এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ উপকৃত হবেন । এ সম্মেলনে নারী উদ্যোক্তাগণকে এসএমই খাতে অর্থায়নের সুযোগ বৃদ্ধির জন্যে যদি কোন সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয় এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে প্রেরণ করা হয়, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তরিকতার সঙ্গে বিষয়গুলো বিবেচনা করবে বলে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই । আমি এ সম্মেলনের সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ ।